দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... NOV 12 2006 ...
পৃষ্ঠা ... ১৫ ... কলাম ... ৬ ...

মুক্তাগাছায় বিদ্যুৎ সংকটে বহু স্কুলে কম্পিউটার শিক্ষাদান বন্ধ

॥ মুক্তাগাছা থেকে সংবাদদাতা ॥

বিদ্যুৎ সংযোগের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার না পাওয়ায় ময়মনসিংহের এ উপজেলার শতাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কারিগরি বিষয় ও কম্পিউটার কোর্স চালু করা যাচ্ছে না।

১৯৯৩ সাল থেকে সরকার স্কুল কলেজ ও মাদ্রাসায় গতানুগতিক শিক্ষার পাশাপাশি কারিগরি ও কম্পিউটার বিষয়ে শিক্ষার গুরুত্ব দিচ্ছে। বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয় এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কারিগরি ও কম্পিউটার বিষয়ে শিক্ষার জন্য শিক্ষক পদ সৃষ্টি বেতন-ভাতার সংস্থান এবং শিক্ষা সরঞ্জাম সরবরাহের ব্যবস্থা করছে। শিক্ষার সুবিধার্থে ফ্যাসিলিটিজ বিভাগ

(১৬শ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

মুক্তাগাছায় বিদ্যুৎ

(১৫শ পৃঃ পর)

নতুন নতুন ভবন নির্মাণ করছে। কোথাও-কোথাও সর্বোচ্চ অবকাঠামোগত সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। ময়মনসিংহ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১ এর আওতাধীন ময়মনসিংহ সদর, মুক্তাগাছা ও ফুলবাড়িয়া উপজেলার অন্তর্গত ৩টি পৌর এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করায় কিছু-কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারছে। কিন্তু গ্রাম এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ না থাকায় অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কারিগরি ও কম্পিউটার শিক্ষার কোন সুযোগই গ্রহণ করতে পারছে না। কোন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৯।১০ বছর পূর্বে কম্পিউটার ও কারিগরি সরঞ্জাম সরবরাহ করা হয়েছে। ৩।৪ বছর পূর্বে শিক্ষা নিয়োগ দেয়া হয়েছে। বিদ্যুৎ না থাকায় কম্পিউটারসহ অন্যান্য যন্ত্রপাতি চালানো যাচ্ছে না। বাক্সবন্দী অবস্থায় বছরের পর বছর ধরে পড়ে আছে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নিয়োগ দেয়া শিক্ষকেরা বিদ্যুৎ না থাকায় অপরাধে বেতন ভাতার সরকারী অংশ পাচ্ছেন না। কোন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ও কারিগরি বিষয়ে নিয়োগ পাওয়া শিক্ষকেরা ক্লাসে অঙ্ক পড়াচ্ছেন। দীর্ঘদিন বাক্সবন্দী অবস্থায় পড়ে থাকায় মূল্যবান যন্ত্রপাতি মরচে ধরে বিনষ্ট হচ্ছে।

বাজেট ও বিদ্যুৎ স্বল্পতার কারণে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির গ্রাম বিদ্যুতায়ন কার্যক্রম চলছে শম্বুকগতিতে। তাছাড়া আরইবির নীতিমালা অনুযায়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিদ্যুতায়নে অগ্রাধিকার দেয়ার নির্দেশ না থাকায় ময়মনসিংহের এ উপজেলা এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিদ্যুৎ ব্যবহারের সুযোগ হতে বঞ্চিত হচ্ছে। ছাত্র ছাত্রীরা আধুনিক শিক্ষালাভ করতে পারছে না।